প্রথম প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক : অনিল মণ্ডল ॥ এপার প্রকাশনী, মল্লগ্রাম, আমতা, হাওড়া ।

মুদ্রক : চণ্ডী প্রেস ॥ হাওড়া । প্রচ্ছদ : গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও অঙ্কিত ।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইমপ্রেশান হাউস ।

স্বর্গত—

বাবা ও ছোটদি'র

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

হাঁক দিচ্ছে নিলামবালা

যাচ্ছেতাই ভাবে পাল্টে যাচ্ছে উল্লাস, চিৎকার, মুখ—এমন কি ভাড়িয় ঘাসও
সেই নদী, সেই মাঠ, অনন্ত আলোর আকাশ ঘুমিয়ে গেছে।
ঠাকুর ঘরে ধূপ নেই, সারারাত মোবিল পোড়ে, হামাগুড়ি দেয় বিদঘুটে ছায়া
রাতে ঢোকে মুখচেনা ফেরারী গুণ্ডা, সঙ্গে তার চুরি করা ছ'গাছা ঝুমুর।
চকচক্ করে তার বেলেল্লা জরির চেকনাই।

কতোদিন ঘুম নেই; জেটিঘাটে ছিনতাই হয়েছে আমার ভিক্ষের ঝুলি
প্লাটফর্মে আমার হৃদয় নিয়ে জয়ঢাক এঁকে দিয়ে যায়
কালো কালো সাবেক-ভূত খোঁচা-খোঁচা গোঁফ দাড়ি নিয়ে।
ফেরীঘাটে কারা যেন অহর্নিশি হেঁকে যায়:
বিপ্লব নেবে বিপ্লব? সস্তা করে দেবো; মুন্সিয়ানা ষোল আনা।

যাচ্ছেতাই ভাবে সাজানো সহস্র কথা হাওয়ার-মিঠাই তৈরী করে দিচ্ছে
লেকচারের মঞ্চে নাচছে ন্যাকামীর কাগুজে বাঘ টা-টা-বাই-বাই……।
সৌখিন আদর্শে উড়ছে খেলনাবেলুন, ঝোড়ো বাতাসে নির্বিকারী ধ্বজা।
মুখে মুখে মুখরোচক নামী নান্দীপাঠ

প্রহরা বসায় সেই সব দরদী গানে কি গল্পে, প্রিয় কুশীলব আহা।
আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখে। রোদ্দুরে মেলে দেয় সাংঘাতিক বোমার বারুদ
জ্যাকপট ঘোড়ায় চড়ে গলা ছিঁড়ে চ্যাঁচায়:
বিপ্লব নেবে বিপ্লব? সস্তা করে দেবো; মুন্সিয়ানা ষোল আনা।

যদুবংশের দেয়াল ওঠে। মেহের আলির ছেলের রক্তে ফোটে ফুল
তাদের উঠোনেতে ভরে ওঠে থোকা থোকা রক্ত শব্দ আর বন্দুকের গুলি।
দারুণ সাজতে পারো নচিকেতা, দীর্ঘ অসুখ নিয়েও
অমুকের কথা ভেবে, ডুবে যায় নকল সহানুভূতি ইত্যাদি ছলাকলায়
যাচ্ছেতাই ভাবে পাল্টে যায় তোমাদের দেহের থেকে রঙ, রঙের জৌলুস
ঘর-দোর কুটিল ছায়ায় যেন দীর্ঘায়ত চতুর কারসাজি;
যাচ্ছেতাই ভাবে হাঁক দেয় জমকালো নিলামবালা:
বিপ্লব নেবে বিপ্লব? সস্তা করে দেবো; মুন্সিয়ানা ষোল আনা।

চুপ্ ?
কেন চুপ করবো ? তা হলেই তো তুমি
মুহুর্মুহু তুলে নেবে তিলত্তমা সিঁথির সিঁদুর
সম্ভারে সম্ভারে সাজাবে দোকান পসার
তুমি কি চাও অশ্রুময়ী দৃশ্যপট বেচে দিই নিরবধি ?
তোমার দয়ার কাছে যুবক-মৃত্যু ভুলে নতজানু হই ?
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে শস্যময়-দুঃখ ভুলে গিয়ে—
ভেঙে ফেলি লাবণ্যময়ী মায়ের হাত, সুনিপুণ স্নেহ ?
কেন ?

চুপ্ ?
কেন চুপ করবো ? তা হলেই তো তুমি
মহালোভে বেহদ্দ, হরিৎ-ক্ষেতের পাশে খাটাবে তাঁবু
নিখিল কাঙাল করে ছুটে যাবে জঙ্গলে জঙ্গলে
চাঁদা লঙ্গরখানায় সাজবে আহাম্মুকী সম্রাট-নন্দন
নষ্টবুকে বর্ম পরে খুলবে ছোরা, তারপরেই দস্যু তুমি—
আমার খুদ-কুঁড়ো, ফুটপাত চড়া দামে বেচে দিয়ে যাবে
অসভ্য কোন নারীর ঘরে বিধবা-সন্ধ্যায় ।

সুজন সখার মতো

সুজন সখার মতো অমূল্য রতন দেবে বলে কে আমাদের ডেকে ছিলে হে ?
এখন তো বেশ সব সর্ত ভুলে বাড়িয়ে নিলে তোমার বর্ণপ্রভ মহেন্দ্রযোগ
বুক ঝালাঝালা করে দীর্ঘ রক্তপাত, পরিপার্শ্বে আত্মসাৎ করেছো হে বনস্থলী—
গোধূলী সময়, চন্দনচর্চিত নীল পদ্মাসন ।
যাবৎ পাপলিপ্ত উন্মার্গ নরক থেকে বাছাই করা তৃপ্তি, সমবেত রাগী শুয়োরের—
কার্ব্বলিক চিৎকার সংকীর্ত্তনে মিশিয়ে নিয়েছো

অথচ সুজন, পাথরের জমি থেকে সাধ্যমতো তুলে দিয়েছি সোনালী রঙের জামা,
কমলার ফুল, এলোকেশী চাঁদের মাটি ।

এখন কোন সাহসে আমাদের বিনাশ চাও শর্করাহীন রুগ্ন নাগরিক ?
বেশতো বোঝা যাচ্ছে ভোর সকালের আর্ত মাটিতে কার বিভৎস পায়ের ছাপ
নখের আঁচড়, রক্তের দাগ :
ক্ষুধাক্ষুব্ধ আমরা তবু জেনে রেখো যুদ্ধজয় না সারা পর্যন্ত লকগেট্ বন্ধ রেখে দেবো ।
যাবতীয় ছেলেমানুষী-খেলায় ওয়েলডিঙের মতো কালো মুখোশ
জাহান্নমের জৌলুস জাজিম পুড়িয়ে দিয়ে ছুটে যাবো—
আমার ভাঙা বাড়ির দিকে । তারপর বলবো :
'দ্যাখো মা কেমন সময় মতো তোমার কাছে ফিরে এসেছি ।'
সুজন সখা হে, প্রিয় দৃশ্যাবলীতে দ্যাখো পঙ্গপালের দিন এক্সপ্রেসে
বাড়ী ফিরে আসছে ।

শহরের দামী বেশ্যার মতো সুদৃশ্য আঙুল নেড়ে কেন তুমি ডেকেছিলে ?
ডেকেছিলে টানেলে সূর্যোদয়ের সময়, ভরাডুবির সনে আদ্দির পোষাক পরে,
ডেকেছিলে রমনীয় কাগজে, বিশ্বব্যাঙ্কের টালমাটাল ব্যারোমিটারে—
দুর্ঘটনার পর, ক্যাবা দিয়েগো গারসিয়ার ।

আমাদের পলিময় শুভ্র বিশ্বাস দীর্ঘ হাহাকার করে
যোজন যোজন দূর হেঁটে চলে গেছে
আমাদের চড়কমেলার মতো হৈ হৈ বেঁচে বর্তে থাকা
একরাশ সুখ, সম্প্রীতি—
আজ কিংবা কাল, কাল নয়তো পরশু কবিতা নিচয় বানিয়ে দেবে বলেছিলে।
এখন প্রতিশ্রুতির জংধরা পেণ্ডুলাম স্থির হ'যে দাঁড়িয়ে গেছে তেরোটার ঘরে
বারোটায় দুপুরে কাদের খেলো আর চোলাইয়ের সাথে গুপ্ত মিটিং ?

আসলে তোমার পাশে সব ভালবাসা অর্থহীনতায়, তবুও কেন—
সুজন সখা, অমূল্য রতন দেবে বলে সেই সেদিন ডেকেছিলে ?
রাস্তার ঝাড়ু কুকুরের মতো শহর পল্লীর ছোট বড়ো রাস্তায়—
নির্বিকারে টলতে টলতে ?

বেগার্ত্ত সময়

বুকের মধ্যে পূর্ণিমা আছে একা
সমুৎসুকেও হয়নি আমার ব্যাখ্যা
মেঘ-কন্যার বজ্রবালা ভুল্

হতভাগিনী দ্রৌপদী বাঁধেনি চুল ।
শরাদীর্ণ চৌচির করে মাটি
টিপ সই নিয়ে গাইছে বন্ধু : খাঁটি ।

কীর্তিনাশা বুনো ধুঁধুলের কাছে
বেগার্ত্ত বানের অর্গল খুলে আছে ।
রক্তলোভী ড্রাগনে বেঁধেছে তাঁবু ।

শেয়াল কুকুরে বিশেষণ নিলো 'বাবু' ।
দেখি, খ্যাতজন তেলা মাথায় দেয় তেল
বেলপাতা চেয়ে ছিঁড়ে নেয় পাকা বেল ।

ক্রাচ্ দু'টো চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠায়
অশুচি দুখের প্যারাসুট্ খুলে যায় ।
এ সময় আমি কেমনে করবো ব্যাখ্যা

বুকের মধ্যে পূর্ণিমা আছে একা ।

সূর্য সারথি

আমার হৃদপিণ্ডে আমি নিজেই জ্বেলেছি ধুনি
প্রলম্বিত দুর্দিনের খনিগর্ভ অন্ধকারে ঘষেছি জীবনে জীবন, পাথরে পাথর।
দ্যুত-যৌবন আমার চারপাশে হাহাকার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে
আত্মরক্ত পান করে অন্বেষণে বেরিয়েছি আমি উন্মীলিত কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রাতে,
ল .পাঙের নীচে রেখেছি সালতামামি মোহমুক্তি লড়াইয়ের প্রোটিন্
তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সাড়ে চার কোটি উদাত্ত কণ্ঠ।

আমার হৃদপিণ্ডে আমি নিজেই চনিয়া ফাটানো শব্দের জন্ম দিচ্ছি
...ন দিচ্ছি-সোডার বোতলের মতো শ্বাসরোধী জনতার দঙ্গলে;
...পয়লা নম্বর হারেমের দেহে ঢেলেছি কারবাইড, পেট্রোল।
ব বলো, কোন কৌশলে আমার পোড়াবে প্রত্যয়; কোন কৌশলে?
..., কতো লাখ বিদেশী মুদ্রা দিয়ে ঘোরাবে আমার মুখ?

সুদূর কিছুইনয়,
...কের উদ্বৃত্ত নিয়ে অনন্ত-বিস্ময়।
সুদূর কিছুই নয়,
এইতো এখানেই পাড়াধুড়কীপথযাত্রা কাপালিক ভগ্নাশ্রম
পুষ্করস্নাত এই-ই সময় অপার বিভাসময় এই-ই সময়
সময় বুঝে আমার হৃদপিণ্ডে আমি নিজেই জ্বেলেছি ধুনি
আমার বিষাক্ত বীজাণুময় রক্তে রক্তে লিখেছি পোষ্টার।
প্রলম্বিত দুঃসময়ের খনিগর্ভ অন্ধকারের গলায় পরিয়েছি মালা
আর, নক্ষত্রমালার দিকে চালাচ্ছি আমার সূর্যরথ।

ছয়টি হত্যাকাণ্ড

১

চৌহদ্দি আইনজারি রাজা উজির খেলা
ধান লুঠছে চোর-ডাকাতে, ভূতে তুলছে প্যালা।

২

যে কেড়ে দেয় ময়ূর আসন, তার কেড়ে নেয় রোদ
এমন তরো এলেবেলে পাওনা পরিশোধ।

৩

সম্রাজ্ঞী বায়না ছাড়ো, কলম নেবার ধান্দা
ছিন্ন করোনারী হলেও দেবে না এ বান্দা।

৪

পাতাল থেকে উঠছে মাটি, রক্ত লেগে কার?
জহুরী ভিশানে সত্তর বিষাদময় শীৎকার

৫

ক্ষুধার অন্ন কয়টি ভাগে ভাগ করবো বলো?
শিল্পময় সবই; ক্ষুধা, ভিক্ষা, অশ্রুজল-ও।

৬

বন জ্বলছে মন জ্বলছে আগুন দিলো কে রে?
দিনদুপুরে হোঁচকা-ভূত হাঁকছে হা…রে…রে…রে

রুটির জন্য ফুলের জন্য

জন্মসূত্রে আমাকে কিছুই দেওয়া হয়নি, অথচ
দোদুল-দোলার মতো একটা ঘর দেখে বলেছিলে
বলেছিলে
সর্বগ্রাসী হাওয়ায় দেবে লেবু ফুলের গন্ধ
ধানের দুধের মতো খানিক-সুখ, কিন্তু
বিক্ষুব্ধ সময়ে দেখলাম
তুমি
সৌমিত্রা-রমণী নিয়ে চলে যাচ্ছো রাত্রিবেলাতে ;
সেই থেকে
দুঃস্বপ্নের-নগরী জোগান দিচ্ছে কি সাংঘাতিক ছবি
তাদের হাতে একটাও রুটি নেই ফুল নেই।
ঠোঁটে তাদের পিঙ্গল রঙের বিষ দেওয়া হ'চ্ছে
সেই থেকে আমি চিৎকার করছি,
সেই থেকে।

গন্তব্যের দিকে

এইভাবে টো-টো করতে করতে আমি
পৃথিবীর সমস্ত দেশলাই কাঠি চুরি করে নেবো
অন্ধকার ধবধবে করবো আগুনের আলোতে।

আমার বুকে ফিক্সড্ ডিপোজিট্ বলতে বিশ্বাসী এক মার্বেল পাথর ;
আমার জীবিত পৌরুষ বলতে প্রতিবাদী দুটি হাত, হাতের মুঠো।
সেই এক ভীষণ ঋতুতে আমি রুদ্ধদ্বার ভেঙে বেরিয়ে এসে দেখেছি
আমার পুষ্পময় বাগান লোপাট, আগুন জ্বলছে ঘরে
নিবিরোধী ফুলু মাষ্টারের চশমা মটামট কোন বুনো শুয়োরে ভেঙে দিয়ে গেছে।
সেই এক মহা অপরাধে
আমাকে দেখে বন্ধ হ'য়ে গেছে লেকচারের লেদার-সুটকেশ, চাপা পড়ে গেছে ফাইল
উল্টে গেছে নোটিশ বোর্ড, হিসাবের খাতা ভেঙে খান্‌খান্ হ'য়ে গেছে সমস্ত মতবাদ।
বহাল্ ভবিষ্যৎ রাখতে সমস্ত ইজম্ শামুক হ'য়ে গুটিয়ে গেছে ঢাকনায়।
আমার রুটি আর জল চুরির কেস্ আজও ফয়সালা হ'চ্ছে না।
এখন সমস্ত দুঃখ, সমস্ত যন্ত্রনা, সমস্ত ক্ষুধা আমি জামিন রেখেছি—
আমার গর্ভে শলাহলী এক ক্যানসার সন্তানের কাছে ;
না খেতে পেয়ে যাকে আমার জন্মদাতা ভালবেসে মরণে গেছেন।

এবার খুব সহজেই আমি পৃথিবীর সমস্ত দেশলাই কাঠি চুরি করে নেবো
মহাকালের দরজায় তারপর প্রচণ্ড লাথি মেরে ফিরে এসে বলব:
এই ছাখো পারমিতা, আমার দেবতুল্য ঝকঝকে মুখ।
এই ছাখো আমার সবচেয়ে বেশী সুখী একটি রমরমে হৃদয় ;
হৃদয়ের কোলে শুয়ে থাকা চাঁপাবতী দিন।

আমার একমাত্র টিকে থাকা হিতৈষীর নাম দুঃখ
আমার একমাত্র গন্তব্যের নাম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র ; আর

আধপোড়া জনগণের ভালবাসা পেয়ে আমি আলাদা এবং অন্যরকম।
গরাদে দীর্ঘকাল মুখ চেপে আয়ত্ত করেছি হেঁটে যাবার কায়দা-কানুন।
মায়াময় জীবন আমি সাতযুগ আগে সমুদ্রের নীচে পুঁতে রেখে এসেছি

করুণ সন্ধ্যায় বাজাচ্ছি সাধকের ডমরু
যৌবনময় ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী।
সামনে চলছে ঈশ্বরের পাঠানো বুড়ো গাধা
যাত্রায় সমগ্রার বোঝায় ভর্তি গ্রাম-গ্রামান্তর, নগর-বন্দর
সামনে বৈদিক অগ্নিকাণ্ড
সামনে চলছে অকর্মণ্য দমকল, টরেটক্কা ইমারজেন্সি ইথার।
সামনে চলছি আমি
দেশলাই কাঠির জন্য বেমালুম সমাজবিদ্রোহী।

হুবহু মানুষের মতো মানুষ নই আমি, হা রে বেচারা
হুবহু জীবনের মতো জীবন কই আর, হা রে জীবন
আমার মানুষের মতো জীবন চুরির কেস্ এবার—
মিটমাট হবে ক্ষীরের মতো চাপচাপ রক্তের বিনিময়ে।

জাল করেছো

সময় বুঝে বেশতো দোয়ার মাঝ প্রহরে তাল ফেলেছো
ভাঁজ করা কি দারুন বুলি জাল করেছো
অহংকারী দুঃখবোধও রুমাল নেড়ে হাল করেছো—
চিকং-চাকং পাখীর পালক; কৌমুদিরাত লুঠবে বলে।
নিজেই নিজের হাত কামড়ে মায়ের বুকে ছুঁড়ছো পাথর,
ছুটবে কোথায় দোয়ার তুমি?
অতল পাতাল গর্জে দ্যাখো
মিথ্যে তোমার বোলবোলাও আর কত্তোকাল ছাড়বে আতর?

সময় বুঝে বেশতো দোয়ার রসদটাকেও জাল করেছো
আপেল আপেল সময়টাকেও নেড়েচেড়ে জাল করেছো
কুচকাওয়াজে—সাত রাজার ধন লুঠবে বলে লুঠবে বলে।
নিপুন চোরাই ধর্ম তোমার উপহাসে উঠছে ফেটে
নিজেই নিজের ফেষ্টুনটা তুফান মেল্-এ দিচ্ছো এঁটে।

কোথায় তুমি ঢাকবে বলো কালসিটে দাগ বিশ্রী আদল?
বাহাত্তুরী ঘুন ধরেছে বাইরে বাজে চোদ্দ মাদল।
হাসছে ন্যাংটো, উদাব বিকেল, তীক্ষ্ণ সুনীল লেখায় রেখায়
অনাত্মীয় জ্যোস্না এবার মাতবে তোমার প্রলয় রাতে।

ভাঁজ করা কি দারুণ আলো জাল করেছো
অহংকারী, মায়ের নামও জাল করেছো
চিকং চাকং অমল ঋতু মহার্ঘ-গান লুঠবে বলে।

দিনরাত্রির রোজনামচা

চুপ, একটাও শব্দ নয়, দুন্দুভি-সংগ্রাম দেবে, চা-টা খাওয়া-দাওয়া সেরে।
আপাততঃ দম্ মারো দম, হরদম্।
দূরাদূর চিতার মতো কাছে আসে আমার উপন্যাসের চূড়ান্ত দুপুর।
চণ্ডী টকী তোয়াক্কা করে না, বৰি-টবির জল রঙ, হাউসফুল, নির্বান্ধব নির্জন
ভেজানো স্বজনের দরজা।
খিস্তির সমাজ জমে, দেয়ালে বিপন্ন হ'লো স্বাধীনতা হে তোমার শরীর
পরবাসে রাত্রি হয়, রাত্রি হয় দিনের দুয়ারে, দুপ্রিয়-বিভাসে, বাউলে।
কেউ কেউ চুমুক করে ভিয়েতনাম গেয়ে সস্তায় তুলে নেয় দামী করতালী

প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ঘটে যাচ্ছে আমারও হ্যানোয়-ত্যানোয়
চিটিংবাজী জমে উঠছে গ্রাম সভার আশ্চর্য বিচারে সাবেকী সত্তায়।
পবিত্র গোময় ছিটিয়ে পরিষ্কার করছে কেউ জমাটি গোত্র :
উচ্ছিষ্টের ভাগিদার বুদোরা সবাই।
আমার সুদিন হাসছে রুটি আর ঘনবন ক্ষীরের মতো খাসারির ডালে।
আমার দারিদ্র্যের চামড়ায় সেচ্ছ হ'চ্ছে নির্ভেজাল রাজ্য রাজধানী।

চলে যাচ্ছে দিন, সেই সব মাধুরী রাত, রাতের লন পেরিয়ে কাছে আসছে
শেকল ভাঙার শব্দ

আমিও পেটের জ্বালায় পকেটে পুরেছি শব্দ
আদিত্যের দেশে প্রেমপত্র পাঠিয়ে উবুদশে বসে আছি উড়োনচণ্ডী।
বাড়ী ফিরে নিরন্ত চ্যাঁচাই : কেউ কি পুণ্যি পুকুর করনি ?
যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে নেমে আসছে দুপুরের দূত।

এম্নি ভাবে আমার বুকের মধ্যে জমজমাট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
ভাঙা ব্লেডের মতো টুকরো চন্দ্রোদয়
তবুও হা-টিমা-টিম্ স্বপ্নের অলিম্পিক দৌড়
অভিনীত ভালবাসার একটি দুটি মুখ, সন্ধ্যার চিবুক।

ভারতবর্ষ জমে উঠছে

ভারতবর্ষ, তোমাকে ডাকার মতো ডাকলেও কপাট খোলো না
অথচ বড়বাজারের রম্যগুদোমে সিংহনাদে লরী ঢুকে যায়
শেয়ার মার্কেটে ইঙ্গিত, মৌচাকী-স্বর, ভরদুপুর ।
এদিকে শিয়ালদার আপো মোজায়েকে মুখশ্রী মলিন
ওভার-ব্রীজের লেজ স্কাই-স্ক্রেপারের চূড়ো ছেড়ে যায়
ঝালমুড়ি রোদে পোড়ে, বুকফাটা তবু হাঁকডাক, আজন্ম-অবেলা
যিনি বাসের মতো ছুটে বেড়াচ্ছো ভারতবর্ষ-অমিত বিক্রমে ।

তোমাকে ডাকার মতো ডাকলেও সাড়া দেবে না ?
তবে কি নিরক্ত সুখ নিয়ে নিয়তই আড্ডা মেরে যাবো
চৌচির বুকের বাজ্রো, কলাবতী রোদে ?
চাপচাপ বদরক্তের মতো নর্দমার হাত ধরাধরি করে
আত্মঘাতী অসুখ নিয়ে ভারতবর্ষ
হাওড়া আসতে বড্ড দেরী হয়ে যায় ।
সদর দরজা খুলে তোমাকে কি একবার মধ্যযামেও পাবো না ?

সমস্ত ডালহৌসি ফুঁসছে, জমে উঠছে বিষ, বোধিদ্রুমের কাছে ।
গড়ের মাঠের নায়ক একটু আগে ফকির হয়ে গেছে
বিভ্রামময় মুহূর্তে রমণীর ব্যাঙ্ক থেকে কেউ কেউ চেয়ে নিচ্ছে প্রেম-চেক্ রমণীয় সুদ
পটাপট লাথি মেরে তিতিরির ডিম নিয়ে যেতে উঠছে কুশীলব ।
অ্যাসফল্ট গলানো গন্ধ হেরে যাচ্ছে ধূপধুনোর কাছে
এ কোথায় নিয়ে চলেছো ভারতবর্ষ, পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে ?

আমরা যে মাদুলী এঁটেও প্রতিনিয়ত কংক্রীটে হোঁচট খাচ্ছি
ফুরিয়ে যাচ্ছি আধখেয়ো চারমিনারের দামে
ট্রাফিক্-জ্যামের মতো হৃদয়ে দাঁখল চৌরঙ্গী অমিত বিক্রমে ।

রমনীরা চলে যাচ্ছে রেকাবীতে প্রসাদী নিয়ে, ভরন্নাতে
বেলফুলের সকাল নিয়ে প্রেমিকারা চলে যাচ্ছে সোনারপুর, মল্লিক ফটকে ।
কারুর মুখে শ্রাবনী-বিভাস, কারুর মুখে বিক্ষত দাগ
কারুর বুকে সবে দুধ জমেছে
নিঃঝুম বুকেতে কারুর এক ঝাঁক ঘুঘু বসে আছে, শুধু—
ভারতবর্ষ ভাঁটিসে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো মধ্যরাতেও
কালো কোপ্তার সাজে নিউমার্কেট থেকে চোরাবাজার বরাবর
সি, এম, ডি, এ-র রাস্তায় ঘাড় নীচু করে ; বেপথে
চোখে চোখ জয়বাংলা নিয়ে জোড়ে আদিগঙ্গায়
ভারতবর্ষ, তোমার প্রেম জমে যাবে পাতাল রেলের দেশে মাধবী মায়ায়।

ঝোপ জ্বলে ওঠে

এইমাত্র বোঝা গেল মন্দিরা নামে সেই জাফরান রঙের নারী
দাঁতালো বুলডোজারের দাপটে এক লহমায় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবে
ওছনচ্ করে দেবে ধানক্ষেত, উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, যজ্ঞিডুমুরের টুসটুসে ফলন্ত শরীর।
কড়িবরগা থেকে নিঃশব্দে বরাবর মেলে দেবে অযোগ্য দুঃখ, নাদুস নুদুস ধূর্ত অন্বেষণ
পদ্মার তুফানে আই কম বাই কমে ভাসাবে কাগজের নৌকা, বিবর্ণ কদমফুল
কাগজের ফুলের ওপর বসাবে পুণ্যবতী প্রজাপতি ঘোর অন্ধকারে আমতা কিংবা
বিষ্ণুপুর, বস্তিবাটীতে।
তার বুনিয়াদী কায়দায় খাদ্য ও কম্বলে দেয়ালী চকিবাজী তৈরী করে দেবে
নির্দিষ্ট সংক্রান্তিতে সুরেশ নন্দন হবে কালোনোটের নিকটবর্তী লক্ষ্মীর আইনে আর
ঠিক সেই সময় আমি চিৎকার করে উঠবো
ধারধোর করে দু'মুঠো আগুন রঙের নির্যাতিত ফুল দেখিয়ে শিস্ দিয়ে উঠবো
হেঁটে যাবো স্খলিত মাতালের মতো তারপর
শেষ রাত্রের অভুক্ত ভিখিরির কাছে রোমন্থন করবো পূর্ববৎ স্মৃতি······
মিসিসিপি, মিশর, কল্লোলিনী কম্বোডিয়া, ইয়াংকির লেলিহান দাঁত, লকলকে জিভ।
সুগ্রীম ক্ষমতায় যেমন রাত্রি দিচ্ছে কাকেও মাধবী মাধবী রঙ দিনে চাঁদের আলো,
এ কথা আমি ঠিকঠিক মতো বলে দেবো নির্ঘুমে।
এইমাত্র বোঝা গেল আঁচড়ের বিভৎস ক্ষতের উপর তার স্পষ্ট মুখ, মুখের ছবি
যেখানে আমার মা, বাবা, বোন দু'হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর
তার রক্তগন্ধী বাতাস মানবিক বিষয় ত্যাগ করে বিলিয়ে দিচ্ছে দাউ দাউ শিখা
মার্কিনী চোখের মত ভাব চোখ. ভাই আমার বসে আছে গবাদের রাতে. যেখানে
সমাধান মিত্র শুয়ে আছে অনভিজ্ঞ ডাক্তারের অপারেশান টেবিলে।

এখন নির্ভয়ে কিছু বলে দিতে পারি :
দেখে যা—দেখে যা কেমন শোভন শোভন—
টেলিভিশানে মায়ের ঝিয়ের বিবস্ত্রা লালটু শরীর
দেখে যা, নামী নায়কের নাচন-কোঁদন 'রক্ এণ্ড্ রোল'
ছাতিমের নীচে ঘেউ ঘেউ কোমল-গান্ধার।

অদ্ভুত জাতকে আঁকছে রাজকীয় রঙীন আলপনা। যা—
রাশভারী মানুষ প্রস্তুত অন্ধকারে দেখলে ভুক্তে পেয়ে যাবে কিংবা
ভূমি লেগে মানুষ তালিকা থেকে বাতিল হয়ে যেতে পারে অথচ
ক'জন জানবে বলো : শিমূলে গোলাপে কেমন গা-টেপাটেপি হ'চ্ছে এখানে।
আর মুঠোয় চেপে রেখেছে দীপ্ত সূর্যোদয়ের আকুলি-বিকুলি।
সেই জন্যেই তার কাছে বরাবর আমি দৌড়ে যাবো যে ভাবেই হোক্
চিৎকার করে সার্সির বেড়া ভেঙে চুরমার করে দেবো তারপর—
নক্ষত্র খচিত মেথরদের সূর্যোদয়ের ঘাটে স্নান সেরে জোড়ে ফিরে আসবো
যেখানে ঝড় নামে, বৃষ্টি নামে, লম্বা টান টান হয়ে শুয়ে থাকে দুঃখ, সুখ
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে খয়েরী রঙের ঝোপ জ্বলে ওঠে।

জগন্নাথ

উঠোনে পা যেই ফেলেছি হায়রে দেখি সর্বনাশ
দিনদুপুরে চুরি গেছে ভাতের গন্ধ, কৃষ্ণ রাস
কোথায় গেল, কোথায় গেল খুঁজি সমস্বরে
মায়ের লক্ষী সেটাও গেছে, কেমনে বুক ধরে ?
বন-বনানী খুঁজতে খুঁজতে রাত কেটেছে অনেক রাত
শয়তান এক তুঙ্গে হাঁকে : আপনা হাত জগন্নাথ ।

ভাঁড়ার ঘরের চাবির থোকা, ঝুমুর তোড়া, শীতলপাটী
চুরি গেছে চন্দ্রাহত শস্য ভরা চরের মাটি ।
খুন হয়েছে নীলাম্বরী ডবডবে সেই জ্যোৎস্না নারী
খুন হ'য়েছে দীণ-ভিখিরির মাটির আসর, মাটির হাঁড়ি ।
খুঁজতে খুঁজতে ঝড় উঠেছে, মেঘ মেদুরে বজ্রপাত
উলঙ্গ এক রাজা হাঁকে : আপনা হাত জগন্নাথ ।

মধ্যবেলায় ঠিক করেছি হুজুর তোমার এমন দাবি
বুক খুলে আর চোখ খুলে তাই এসব আমি কি ধার ধারি ?
অর্বুদ উল্লাসে আমার বুকের ভিতর চিতার লাফ
প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে ঘাড় ধরে এই খুলছি পাপ ।
এবার রাজা আসন যাবে, যাবে দু'হাত, যাবে জাত
কেমন করে হাকবে হুজুর : আপনা হাত জগন্নাথ ?

অশুভাবে

এভাবে তুমি আমাকে
নীল সর্বনাশের কাছে বসিয়ে রেখে
কতোদূর যেতে পারবে নির্ভুল গতিতে ?
কতোদূর ?
বড়োজোর খোঁড়াতে খোঁড়াতে
পিচ্ছিল বাইলেন থেকে কুহমোচ্ছ্বাসে মেটেবুরুজ।

হিরন্ময় যন্ত্রনার ভিতর ইন্দ্রবীজ বেড়ে উঠছে আমার
উদাসীন উত্তরীয় খুলে দাঁড়িয়েছি আতুর শরীর
উল্লোল হাওয়ায় উড়ছে ধুলো।
অনুসন্ধান করছে ব্যক্তিত্বময় দ্যুতি
অর্জুনগাছের নীচে বিপর্যয়ের পর থেকে
পুরানো যন্ত্রনা নিয়ে অন্ধকার ধুত্রম্।
এভাবে এখানে বসা যায় ?
যায় না।
তুমিই বা এত সহজে যেতে পারবে কি করে ?
সময় জ্ঞান হারিয়ে
তোমার বিশ্রী খোলস খুলে পড়বে মাটিতে
তারপর আমার কাছে এলে
তোমার পা-জোড়া ভারী হ'য়ে যাবে
সম্বোধন ভুল করে আমি
মহাক্রোধে ভেঙে ফেলবো তোমার দু'হাত
ছিঁড়ে ফেলবো তোমার গচ্ছিত সন্ধ্যামণি ফুল।

এমন করে বৃক্ষরোপনের খেলা হবে সুরু
উল্লোল হাওয়ায় উড়বে বারুদ, ফসলের বীজ।

আমি হাত বাড়ালেই

আমি হাত বাড়ালেই
বিশ্বাসী কোন শেষ যুদ্ধের অস্ত্র এগিয়ে আসে
বুকের মধ্যে ধুনোচুরে ধুনো নেই; সেখানে
যোজন যোজন বিস্তারী ধুক্‌ধুক্‌ করছে আগুন
হিঃ হিঃ করছে সম্মুখে ফস্‌ফরাসের দ্বীপ
মৃত্যুমেতী মানুষ লাইন দি'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ময়দানে
পল্টন কেঁপে উঠছে

আমি হাত বাড়ালেই
তিরতিরিয়ে দুলে ওঠে
সন্ধ্যার ছেঁড়া শাড়ীর লাল আল্‌তা পাড় ।

রবীন্দ্রনাথ '৮৩

সেই সে বছর কে যেন তোমাকে নিলামডাঙ্গায়
অচল এক দোয়ানী দিয়ে বেচে দিয়ে গেছে
... ...সেই সে বছর বাইশে শ্রাবন এমন তারিখে,
তারপর থেকে তোমার সেই নক্ষত্রখচিত শতমুলী সর্পগন্ধার প্যাডরা
কোবরেজদের ড্রয়ারে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো—
কেউ জানতে পারলো না।
গোপনে গোপনে চুরি হ'য়ে গেল
তোমার মন্দিরের ঘণ্টা আত্মজ রৌদ্রালোক
নীলাঞ্জন আকাশ ;
এবার তোমাকে নিয়ে বাদামী রঙের ট্রাবিহ্ন বারো পাই পাই দৌড়ে যাবে
কলেজ স্ট্রীট থেকে অন্ধকার আফ্রিকার জঙ্গলে।
আমি ইদিক-উদিক দমদম কিংবা শ্যামনগরে যেমন তেমন ভাবে—
ডাকলেই ধাওয়া করবে এম্বুলেন্স
'দমকল দমকল' বলে চিৎকার করবে তোমার রেজিষ্টার্ড ভক্ত
এ সময় কোলকাতায় কোথাও তোমার সাথে দেখা হ'লে বোলতাম :
এ সব দুমড়ানো দুঃখে নিখোঁজ মাধবী বাদল বিষাদ
আমাদের পারিপার্শিক অবস্থা খারাপ
জোড়াসাঁকোর অবশিষ্ট কিছু থাকে দাও
না হ'লে ওসব খুঁজে নিয়ে সর্দাররা বেচে দিয়ে আসবে—
নিমডিঙ্গির ঘোষ কিংবা সরকার পাড়ার মুড়ির দোকানে
ভাগনির সব পয়সা শেষ হ'য়ে গেলে
বিতৃষ্ণার হিংস্র হাতে তোমার অমৃতপর্নী দলিল
ছিঁড়ে খুঁড়ে ঠোঙা গড়ে
ঝাতুল-আধারে বড়বাজারে চালান দিয়ে আসবে
বড় কষ্ট হয় পঁচিশে
তোমাকে মুঠোয় করে বেলজিয়ামে পুরে দেওয়া হচ্ছে।

তেমন কোন তেজী হাতের জন্য

দড়াম্ করে দরজা খুললেই কোথায় তেমন সূর্যালোক ?
কোথায় সেই হিরন্ময় বাঁচার শব্দ ?
এখন গর্জন কালমুড়ো জাত গাছে তার ধরেছে পোকা
এখন তার নাম ধরে ডাকলে রক্তচক্ষু খাড়া করে দাঁড়াবে
সীমানার কাছ থেকে দেখাবে নীল আলোর টা-টা-বাই-বাই !
অথচ একটা বিরাট দারিদ্র মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো
কোন হাত এগিয়ে এলো না ।

কোথায় সেই শব্দ ?
যা কিছুদিন আগে শুনেছিলাম
আলিপুর, দমদম, হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলের ভিতর ;
লোহার হাতকড়ি আমার এখনও । দেখতে পাচ্ছি
ভৈরবী-সময় ভেঙে মাসতুতো মতামত ভাঙিয়ে খাচ্ছে নরক-চিত্রকর
প্রতিকার, ভাঙচুর, বসন্ত এদের দেহে মেটে-সিঁদুর মাখিয়ে রসালো করছে
বাক্স কেউটের বিষের শিশিতে মেশাচ্ছে মর্মান্তিক খুনের রক্ত, শ্লোগান
থ্রি-এক্স রামের ফেনায় ভরিয়ে দিচ্ছে স্বরাষ্ট্র হোটেল
তুড়িলাজাব, সেমিনার, রক্তাপ্লুত ময়দান
অথচ, একটা বিরাট কাজ পড়ে রইলো
কোন হাত এগিয়ে এলো না ।

এখন,
দড়াম করে দরজা খুললেও তেমন কোন কাজের লোক নেই, সাথী নেই, অথচ
এসময় লিলিবিস্কুট, কাজুবাদাম, ক্যাডবেরিসের খোসা ছাড়ালে
সন্তর্পনে চলে আসবে প্রভুভক্তের মিছিল ।
ঠিক সময়ে রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার মিলে তুলে নেবে
হেডলাইনের খবর-টবর, বাঁকানো ছবি, ফিচার, কার্টুন ।
ঠিক সময়ে রক্তকে পরিণত করবে সরবৎ

খুনকে বানাবে আত্মহত্যা
সঙ্গে সঙ্গে ভাজা পাঁপরের মতো মড়মড়ে কিছু
জাতীয়তাবাদী দৈনিক, সাপ্তাহিক ইস্তেহার
সিংহমার্কা খাঁটি হয়ে যাবে।
মিনে করা কিছু ফ্রন্টিয়ারের উত্তমপুরুষ মেহনতীর নামে উপদ্রব লম্বা করে দেবে
কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের পাশে ওড়াবে ঘুড়ি, গ্যাস বেলুন, হাওয়াই
সুখের প্রবাস করবে সটলেক্ সীমান্তে সীমান্তে।
আর, আমি আমার নিদাঘ বাইশ বছর ধরে দেখবো
জেলের মাঝে নির্ঘুমে নির্দোষী অসংখ্য মুখ, চোখ, শৃঙ্খলিত হাত
ছিন্নভিন্ন লাশের মতো বেকার ভাই জন্ম দিচ্ছে হাজার সূর্য
গুরুতম উদোম বাতাস বাজাচ্ছে বেহালা
অথচ কাজের মতো কাজ পড়ে রইলো
এমন কোন তেজী হাত এগিয়ে এলো না।

বয়স কিশোর

তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি
নিদ্রাহীন নওল কিশোর।

দুবলা বাতাসে নাচছে নাগিন
বারুদ রাখী পাঠাচ্ছে আগুনের সাথে।

সলাপরামর্শ করছে দুরাশয়ী সময়
কালপিঠের কালো হাত মড়মড়িয়ে ভেঙে দিচ্ছে।

তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি
পলাশ রঙের রক্তে দুলছে চতুর্দোলা।
দিনমান জ্বলে যাচ্ছে।
ভেঙে ফেলছে শেকল কপাট, কেবল

তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি
দুবলা বাতাসে নাচছে নাগিন
সচকিত আমি দাঁড়িয়ে নওল কিশোর।

জলপ্লাবনের কাছে তুমি

এই এমন করে তোমাকে দেখছি

এ্যাভিনিউ থেকে বাইলেন অবধি তুমি
উলঙ্গ হোয়ে পাগল সেজে যাচ্ছো
তোমার মহান সৌভাগ্যের দাবা
মন্ত্রীর ঘরে গিয়ে রুমাল ওড়াচ্ছে
বন-শিমুলের ছায়ায় ঝিমিকি দ্রিমিকি তালে
মেয়ে মানুষ সেজে বেড়াচ্ছে যুবারা।
তুমি
খরসান অস্ত্র মুছে দিচ্ছো প্রত্যক্ষ দিবালোকে
ব্যানারে, পোষ্টারে তার গরমিল
এই এমন রূপে তোমাকে দেখেছি
তুমি
কপাল চাপড়ে প্রতিপত্তি তুলে নিচ্ছো।

শুকতারা লোভে শোনাচ্ছো
বিক্রমাদিত্যের পঞ্চবিংশতি গল্প।
জল প্লাবনে এদিকে
তোমার মেয়েরূপী যুবারা
তুলে নিচ্ছে মেয়ে, আর
তুমি
সত্যি সত্যি সত্যি
পোষাক হারিয়ে পাগলা হোয়ে যাচ্ছো।